ভরদুপুরে চন্দননগরে গুলি করে যুবককে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ ভরদুপুরে গুলি করে যুবককে খুন করা হল হুগলির চন্দননগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত মোহন চৌধুরী নামে ওই যুবক রোড মধ্যাঞ্চলে কাজ সেরে ফুটপাত ধরে বাড়ি ফেরার সময় বাইকে চেপে এসে গুলি করে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। গুলিবিদ্ধ ওই যুবককে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে। গোন্দলপাড়া মনসাতলার জিতেন্দ্র চৌধুরীর সাথে বিবাহের পর গতবছর রাজেশ চৌধুরীর বোন মালতিদেবীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। বোনকে অত্যাচার করে খুন করেছে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোক এই অভিযোগ করে মালতির বাপের বাড়ির লোক। বধূহত্যার অভিযোগে জেল হয় রাজেশের জামাইবাবু, তাঁর বাবা ও ভাই মোহন চৌধুরীর। সম্প্রতি তারা জেল খেটে বের হয়েছে। জেলে যাওয়ার সময় রাজেশ তাঁকে হুমকি দেয়। জিতেন্দ্র চৌধুরীর শ্যালক রাজেশ এই গুলি চালানোর পিছনে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বোনের মৃত্যুর বদলা নিতে বোনের দেওর মোহনকে গুলি করে খুন করে বলে অনুমান পুলিশের। সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

বর্ণি বন্দনায়

বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে। আরামবাগে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ মুখার্জী।

রোগিনীর পেটে ৪ কেজি টিউমার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ এক রোগিনীর পেট হতে বের হল প্রায় ৪ কেজি ওজনের টিউমার। তবে ওই রোগিনী অপারেশনের পর সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। রোগিনীর নাম মমতা মাঝি। বয়স প্রায় ৪০ বছর। বাড়ি বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার লাউগ্রামে। বর্তমানে তিনি আরামবাগের একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন। তাঁর স্বামী পিরু মাঝি পেশায় দিনমজুর। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। মমতা মাঝি জানান, ১ জানুয়ারি থেকে তাঁর পেটে হঠাৎ যন্ত্রণা শুরু হয়। বাধ্য হয়ে তিনি কোতুলপুরে একজন চিকিৎসককে দেখান। কিন্তু তাতেও উপকার হয়নি। তখন ওই চিকিৎসক তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ

হাসপাতালে দেখানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু মাসখানেক পরে ডেট দেওয়ায় মমতাদেবী সেখানে দেখাতে পারেননি। এদিকে যন্ত্রণা বেড়ে চলায় তিনি গোঘাটের ভুরকুণ্ডা এলাকার এক চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। তার পরেই পরিবারের লোক তাঁকে ভর্তি করেন আরামবাগের একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে। তাঁকে দেখার পর কলকাতার বিশিষ্ট স্ত্রীলোক বিশেষজ্ঞ অনিন্দ্যসুন্দর দাস সোমবার রাতে তাঁর অপারেশন করেন। তখনই তাঁর পেট থেকে বেরিয়ে আসে বিশালাকৃত টিউমার। অনিন্দ্যবাবু জানান, মমতাদেবীর পেটের ডানদিকে ওভারিয়ান টিউমার হয়েছিল। ওর আকৃতি ১৫ সেমি x ১৫ সেমি। এছাড়াও তাঁর শরীর থেকে প্রচুর জল বের হয়। তাই পেটটি অতিরিক্ত ফুলে গিয়েছিল। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন। তবে তিনি জানান, এধরনের বড় আকৃতির টিউমার খুব কমই দেখা যায়। বায়োপ্সি করলেই টিউমারের প্রকৃতি জানা যাবে।

গোঘাটে মহিলা পরিচালিত গণেশপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট ২নং ব্লকের কামারপুকুর সংলগ্ন শ্রীপুর-মধুবাটী এলাকায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারা একসঙ্গে মেতে উঠেছেন গণেশপুজোয়। এবার এই পুজো ৬ বছরে পা রেখেছে। এই পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর ঘট তোলা থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন কাজ সবই করছেন মহিলারা। এলাকার প্রায় ৩০জন মহিলা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সোনালী খাতুন, শিউলি খাতুন, স্বাতী রায়, চায়না দিগার, পিংকি দিগার, কবিতা কর্মকার প্রমুখরা জানালেন, এই পুজো একদিনের হলেও বিসর্জন হবে রবিবার। কারণ ওইদিন ছুটি থাকায় সকলেই শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পারবেন। এছাড়াও ওইদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। থাকছে নানা ধরনের অনুষ্ঠানেরও। তাঁরা আরও জানান, এর জন্য সমস্ত খরচই তাঁরা নিজেরাই চাঁদা তুলে সংগ্রহ করেছেন। পরিবারের পুরুষরা সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে

দিয়েছেন। তাঁরা জানান, বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁদের পাড়ায় এতদিন কোনও পুজো অনুষ্ঠিত হত না। তাই এলাকার ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেওয়ার জন্য এই পুজোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভাইস চেয়ারম্যানের গাড়ি চালককে মারধরের অভিযোগ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বৈদ্যবাটী ঃ বৈদ্যবাটী পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের গাড়ির চালককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল পুরসভারই ১১নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর দেবাশিস দাস ওরফে রানার বিরুদ্ধে। রবিবার দুপুরে মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে পুরসভার এলাকারই একটি সুপার মার্কেটের ভিতর। প্রহৃত ওই গাড়ি চালক রবিবার রাতে ওই কাউন্সিলর দেবাশিস দাসের বিরুদ্ধে শ্রীরামপুর থানায় একটি মারধরের অভিযোগ দায়ের করেছেন। রবিবার ওই মারধরের ঘটনায় ওই কাউন্সিলরের আচরণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। অভিযোগকারী গাড়ি চালক শুভদীপ চট্টোপাধ্যায় শেওড়াফুলির বাসিন্দা। তিনি বৈদ্যবাটী পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বুশ্বা দাস বিশ্বাসের গাড়ি চালান। শুভদীপের অভিযোগ, রবিবার দুপুরে সুপার মার্কেটে তাঁরা বন্ধুরা মিলে পিকনিক করছিলেন। পিকনিক চলাকালীন মার্কেটে উপস্থিত হন ১১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবাশিস দাস। কাউন্সিলর তখন একজনের সাথে কথা বলছিলেন। সেইসময় শুভদীপ কাউন্সিলরের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। শুভদীপের অভিযোগ, হঠাৎই বিনা প্ররোচনায় দেবাশিস দাস তাঁকে আক্রমণ করেন। বেধড়ক কিল, চড়, ঘুষি, লাথি মারতে থাকেন। প্রতিবাদ করলে তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। কাউন্সিলরের এ হেন আচরণে সাক্ষী তখন অনেকেই ছিলেন। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জানান, উনি যে আমাদের একজন পৌরপিতা সেটা ভাবতে লজ্জা লাগে। মারের চোটে আহত শুভদীপকে স্থানীয় মানুষই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। এরপর রাতেই গাড়িচালক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে শ্রীরামপুর থানায় মারধরের অভিযোগ দায়ের করেন। বৈদ্যবাটী পুরসভার চেয়ারম্যান অরিন্দম গুঁই সুকৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, এসম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই।

অভিযুক্ত কাউন্সিলর দেবাশিস দাস অবশ্য বলেন, এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে এলাকার মানুষ কাউন্সিলরের আচরণকে লজ্জানিকভাবে বলে জানিয়েছেন। একজন জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে তাঁরা এরকম আচরণ আশা করেননি।

রোটারি ক্লাবের কৃষি সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ মঙ্গলবার হুগলির বলরামপুরে চন্দননগর রোটারি ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ও রাজ্য কৃষি বিভাগের সহায়তায় চাষীদের নিয়ে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। এতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৪০জন চাষী অংশগ্রহণ করেন। বিষয় ছিল 'আলু চাষে কীটনাশকমুক্ত ও জৈব চাষের ব্যবহার।' এই শিবিরে চাষীদের সচেতন করার জন্য উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা দপ্তরের গবেষক ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের ড. নিতাই মুদি ও ড. নিখিল গায়েন। এছাড়া রোটারি ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেন সভাপতি ঋষি লালা, সম্পাদক তাপস সাহা, প্রাক্তন সভাপতি সমীর মুখার্জী প্রমুখ। চাষীরা জানান, আলু চাষের ধসা রোগ সম্পর্কে এবং পোঁয়াজ চাষ সম্পর্কে অনেক কিছু অজানা ছিল। এই শিবির থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম।

৩৮ ফুটের সরস্বতী প্রতিমা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর থানার নন্তিপুর সিদ্ধেশ্বরী ফুটবল মাঠে দি কিশোর সংঘের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সর্বজনীন সরস্বতী পুজো। উদ্যোক্তারা ৩৮ ফুটের প্রতিমা তৈরি করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও ৩৭তম বর্ষের এই পুজো উপলক্ষ্যে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ৬ দিনের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। এছাড়াও বিশেষ চিকিৎসা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিভাবে আধুনিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে তা নিয়ে থাকছে আলোচনা চক্র।

বেঙ্গাই কলেজ ঃ মহিলা হোস্টেলে সি সি ক্যামেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাটের বেঙ্গাই অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে কয়েকদিন আগেই কিছু দুষ্কৃতী গভীর রাতে নির্বেদিতা ছাত্রী নিবাসের ছাদে উঠে অসৎ উদ্দেশ্যে দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। মেয়েদের চিৎকারেও দুষ্কৃতীরা তাদের দাপাদাপি বন্ধ করেনি। এরপর ছাত্রীরা বিষয়টি ফোনে কলেজের অধ্যক্ষকে জানায়। অধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে গোঘাট থানায় জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। এরপরেই কলেজ কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার ব্যাপারে ছাত্রীদেরকে আশ্বাস দেন। মঙ্গলবার এই উপলক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কলেজে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মানস মজুমদার, অধ্যক্ষ পরমার্থ ঘোষ ছাড়াও অন্যান্য সদস্যরা। এ বিষয়ে সভাপতি তথা গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার জানান, কিছু দুষ্কৃতী সরকারের দুর্নাম করার উদ্দেশ্যে একটি অঘটন ঘটাতে চেয়েছিল। তা হলে কিছু মানুষের বলতে সুবিধা হত সরকার মেয়েদের নিরাপত্তা দিতে পারে না। আমরা বিষয়টি খুবই গুরুত্বসহকারে দেখছি। ইতিমধ্যেই মেয়েদের হোস্টেলে চারটি সি সি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

তারকেশ্বর, হরিপাল কলেজের মতো আমরা বেসরকারি সংস্থা থেকে নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগের কথা চিন্তাভাবনা করছি। কারণ এই সংস্থার কর্মীরা অনেক বেশি দায়িত্বশীল। কলেজের অধ্যক্ষ পরমার্থ ঘোষ জানালেন, যাতে রাত্রিবেলা কোনও জায়গায় অন্ধকার না থাকে। আমরা পুরো কলেজে সিসি ক্যামেরা বসানোর সাথে সাথে প্রচুর আলোর ব্যবস্থা করেছি। যে ক্যামেরাগুলি লাগানো হয়েছে সেগুলি খুব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং নাইটভিশন। অর্থাৎ রাতেও খুব ভালো দেখা যাবে। হোস্টেলের ছাত্রী পুজা ঘোষ, মৌমিতা ঘোষ, সৌমি রায়, প্রীতি যশরা জানালেন, আমরা খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অধ্যক্ষ বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আমরা এখন নিরাপদ। সরস্বতী পুজোর জন্য আমরা এখন বাড়িতে আছি। সোমবার যথারীতি হোস্টেলে ফিরে যাব।

জয়হিন্দ বাহিনীর শীতবস্ত্র প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর তৃণমূল কংগ্রেসের জয়হিন্দ বাহিনীর উদ্যোগে দুঃস্থ ব্যক্তিদের শীতবস্ত্র প্রদান করা হল। এছাড়াও এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়হিন্দ বাহিনীর হুগলি জেলা সভাপতি তথা গোঘাট বিধায়ক মানস মজুমদার, তারকেশ্বর ব্লক সভাপতি কেশব ঘোষ, জয়হিন্দ বাহিনীর তারকেশ্বর টাউন সভাপতি সমর দে, ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি টুনটুন সাউসহ কয়েকশ কর্মী। এ বিষয়ে টুনটুন সাউ জানান, এলাকার যাঁরা খুবই গরিব তাঁদের কষ্টে কাটাতে হয়। তাই তাঁদের কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তুতি সভা ও ২৬ মার্চ বছরমপুরে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হবে। এই সভাতেই আগামী দিনের কর্মসূচী ঠিক করা হবে।

নাইস ক্লাবের গণেশপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগের বলরামপুর গ্রামে দি বলরামপুর নাইস ক্লাবের উদ্যোগে গণেশপুজো মহাসমারোহে শুরু হল। এই পুজোকে কেন্দ্র করে তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাব সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী জানান, প্রতিবছরের মতো এবছরও গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম দিনে নরনারায়ণ সেবার মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়াও এলাকার কচিকাঁচাদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

রায়গঞ্জে পৌরকর্মচারী সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ সোমবার হুগলির রায়গঞ্জে বিধানসভে তৃণমূলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পৌর কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সাংসদ সৌগত রায় এই ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সভাপতি। সাংসদের কাজে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হলেও এই সংগঠনের উন্নতির জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিনের এই সভায় ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি হিসাবে অশোক মুখোপাধ্যায়কে নির্বাচন করা হয়। অশোকবাবু বলেন, সভায় ঠিক হয় রায়গঞ্জ ও বহরমপুর পুরসভা দখলের জন্য তাঁরা ঝাঁপাবে। তার জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারি কোন্নগর সংগঠনের একটি

শিশু ও বয়স্কদের জন্য নতুন পার্কের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ মঙ্গলবার হুগলির ভদ্রেশ্বর পৌরসভার অরবিন্দ পল্লী ও ভদ্রেশ্বর বিধাটি পঞ্চায়েতের মাঝে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের আর্থিক সহায়তায় নতুন একটি পার্কের উদ্বোধন হয়ে গেল। এ বিষয়ে পৌরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায় বলেন, ওই জায়গাটি ভদ্রেশ্বর পৌরসভার বেশ কিছু লোকজন দখল করে নিয়েছিল। সেই জায়গাটি মুক্ত করে শিশু ও বয়স্কদের জন্য একটি পার্কের ব্যবস্থা করা হয়। এরফলে তারা সকালে ও বিকালে ওই পার্কে ঘোরাঘুরি ও খেলাধুলা করতে পারবে। এছাড়াও শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য নানাধরনের গাছ, মডেল, ফোয়ারাসহ আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেছে। এসব দেখতে দূর দূরান্ত থেকে শিশু ও বয়স্করা ভিড় জমাচ্ছেন। জানা গেছে, এর জন্য ইন্দ্রনীল সেনের বিধায়ক তহবিল থেকে প্রায় ২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

সরস্বতী ঃ সস্তার বাজারে স্বস্তি উদ্যোক্তাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে বাজার দর অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই কম। হুগলির আরামবাগ মহকুমার প্রায় প্রতিটি বাজারেই মঙ্গলবার সমস্ত জিনিসপত্রেরই দাম প্রায় স্বাভাবিক। ফলে পুজোর বিভিন্ন উপকরণ এবং খিচুরি রান্নার জন্য সব্জী কিনতে গিয়ে অনেক পুজো উদ্যোক্তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। এদিন আরামবাগ শহরে সবচেয়ে বড় বাজার পুরাতন বাজারে বিভিন্ন জিনিসের দাম ছিল— পালংশাক ৫টাকা আঁটি, নতুন আলু ৫ টাকা কেজি, লঙ্কা ৫০ টাকা কেজি, বাঁধাকপি ৫-১৫ টাকা পিস, ফুলকপি ৫-২০ টাকা পিস, রাঙা আলু ১৫-২০ টাকা কেজি, সিম ১৫টাকা কেজি, বেগুন ১৫-২০ টাকা কেজি, মটরশুঁটি ২০-২৫ টাকা কেজি, পাঁচকলাই ১১০ টাকা কেজি, এছাড়া ফলের বাজারেও

ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশ কিছুটা বেশি। আপেল ১০০ টাকা কেজি, কাঁঠালি কলা ৪টাকা পিস, চাঁপাকলা ২.৫০ পিস, শাঁখালু ১০-১৫ কেজি, নাসপাতি ১৫০ টাকা কেজি, কমলালেবু ১০ টাকা পিস, খেজুর ৮০ টাকা কেজি, নারকেল ১৫-৩০ টাকা পিস, কুল ৪০ টাকা কেজি, শশা ১৫-২০ টাকা কেজি।

তবে অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন দাম কিছুটা বেশি হলেও বিক্রেতারা জানান, গতবছর সরস্বতী পুজো আগে এই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম আরও অনেক বেশি ছিল। এবছর প্রচুর জিনিসপত্র আমদানির জন্য তুলনামূলকভাবে দাম কম আছে। এদিন আরামবাগের হাটসন্তপুর থেকে বাজারে গিয়েছিলেন সরোজ মুখার্জী। তিনি জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর অনেকটাই কম দাম। একই বক্তব্য, স্কুলশিক্ষক রথীন্দ্রনাথ টুডুর।

বোমাবাজি, গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগের হরিণখোলা এলাকায় বোমাবাজির ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করল একজনকে। ধৃতের নাম কৃপাময় সামন্ত। বাড়ি আরামবাগের পিরিজপুর গ্রামে। সোমবার রাতে ওই এলাকা থেকেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য, শনিবার রাতে হরিণখোলা এলাকায় বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে ওই ঘটনা বলে জানা গিয়েছিল। সেই ঘটনায় কমপক্ষে ১৫০টির মতো বোমা ফাটানো হয়। কয়েকটি বাড়িতে এবং একটি দলীয় কার্যালয়েও ভাঙচুর চালানো হয়। এই ঘটনায় একজন গুরুতর জখম হন। তারপরেই এলাকার শেখ লাল্টু গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আরামবাগ থানায় অভিযোগ জানানো হয়। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেফতার করে কৃপাময়কে।

নিরোগ ডায়গনস্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান